(১৯) কোরানে বর্ণিত নূহের মহাপ্লাবন নাকি গাঁজাখোরী ও অবৈজ্ঞানিক! দেখা যাক, এই দাবী কতদূর সত্য।

বাইবেলে নূহের মহাপ্লাবনের বর্ণনা যারা পড়েছেন তাদেরকে নিশ্চয় নতুন করে কিছু বলতে হবে না। সেখানে কিছু 'ইন্টারেষ্টিং' ডেটা দেওয়া আছে যেগুলোর কিছুই কোরানে নেই! কোরানে বর্ণিত নূহের মহাপ্লাবনের 'গাঁজাখোরী' কাহিনীটা আগে পড়ে নিন :

> **11.36: And it was inspired in Noah**, (saying): No-one of thy folk will believe save him who hath believed already. Be not distressed because of what they do.
>
> **11.37:** Build the ship under Our eyes and by Our inspiration, and speak not unto Me on behalf of those who do wrong. Lo! they will be drowned.
>
> **11.40:** (Thus it was) till, when Our commandment came to pass and the oven gushed forth water, We said: **Load therein two of every kind**, a pair (the male and female), and thy household, save him against whom the word hath gone forth already, and those who believe. And but a few were they who believed with him.
>
> **23.27:** Then We inspired in him, saying: Make the ship under Our eyes and Our inspiration. Then, when Our command cometh and the oven gusheth water, **introduce therein of every (kind) two spouses**, and thy household save him thereof against whom the Word hath already gone forth. And plead not with Me on behalf of those who have done wrong. Lo! they will be drowned.

কোরান থেকে আরো বিস্তারিত পড়ে নিতে পারেন। তবে 'গাঁজাখোরী কেচ্ছার ডেটা' কিন্তু উপরের আয়াতগুলোতেই আছে (**রেড** হাইলাইট অংশ দেখে নিন)! **রেড** অংশ ছাড়া আর কিছু নেই বলেই জানি। কী মনে হয়, পাঠক? কোন রকম ব্যাখ্যাতে যাওয়ার দরকার আছে কি? তারপর-ও বাধ্য হয়ে যেতে হয়! আমি সংক্ষেপে কিছু পয়েন্ট তুলে ধরছি :

- কোরানে নূহের মহাপ্লাবনের দিন-তারিখ ও জাহাজের আকার-আকৃতি উল্লেখ নেই।
- কোরানে আসলে 'মহাপ্লাবন' (Universal Flood) বলেও কিছু উল্লেখ নেই, শুধুমাত্র প্লাবন (Flood) কথাটা লিখা আছে।
- সারা পৃথিবী মহাপ্লাবনে দীর্ঘদিন (৪০ দিন?) ধরে পানিতে নিমজ্জিত ছিল - এরকম কোন কথা কোরানে লিখা নেই।
- কোরানে যেমন 'লোকাল প্লাবন' (Local flood) লিখা নেই তেমনি আবার 'গ্লোবাল প্লাবন' (Universal flood) বলেও কিছু উল্লেখ নেই। সুতরাং জোর করে 'গ্লোবাল প্লাবন' বানিয়ে দেওয়ার তো কোন কারণ নেই। ১০০% মুসলিম বিশ্বাস করে যে, মুহাম্মদের আগের সকল মেসেঞ্জারদের একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জন্য পাঠানো হয়েছিল। কোরানেও এরকম আভাস দেওয়া আছে। শুধু তা-ই নয়, বাইবেলেও একই কথা লিখা আছে। আয়াত ১১:৩৬ তে-ও সুস্পষ্টভাবে নূহা ও তার ফলোয়ারদের এ্যাড্রেস করা হয়েছে। সুতরাং কোরানের বর্ণনা অনুসারে ঘটনাটি

নূহের জনগোষ্ঠির মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়াটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক। একটি নির্দিষ্ট এলাকাতে বড় কোন প্লাবন হওয়াটা অসম্ভবের কী আছে?

- আয়াত ১১:৪০ ও ২৩:২৭ তে '**Two of every kind**' দ্বারা মানুষ ও পশু-পাখির প্রকারভেদ বা সংখ্যা উল্লেখ করা হয় নি। এমন-ও তো হতে পারে, নূহের পরিবার ও তার আসে-পাসে থেকে হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তার মধ্যে থেকে এক জোড়া করে নেওয়া হয়েছে? পাহাড়ের উপত্যকায় বা যে কোন এলাকাতে আচমকা বন্যার পানি ঢোকা শুরু করলে যা হওয়াটা স্বাভাবিক সেরকম-ই কিছু একটা হয়ে থাকতে পারে। ধরা যাক, বাংলাদেশের একটি পাহাড়ী এলাকায় হঠাৎ করে প্রবল বেগে বন্যার পানি ঢোকা শুরু করলো। সেই এলাকার এমপি ঘোষণা দিয়ে বললেন, *"তোমরা প্রত্যেকটি পশু-পাখি থেকে একজোড়া করে নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি আমার জাহাজে চলে এসো।" এমপি সাহেবের এই ঘোষণা শুনে লোকজন কি পশু-পাখির খোঁজে সুন্দরবন, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, ইওরোপ... আমেরিকা'র দিকে ছুটা-ছুটি শুরু করে দেবে; নাকি তাদের বাড়ি-ঘর ও আসে-পাসে যা পাওয়া যায় তা নিয়ে তাড়াহুরা করে জাহাজে উঠে পড়বে?* কমনসেন্স কী বলে?
- মানুষের সাথে জাহাজে নেওয়ার মতো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সম্ভাব্য পশু-পাখি : গরু, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগী, মহিষ, কুকুর, বিড়াল, ঘোড়া, শুকর, খরগস, গিনিপিগ, ইঁদুর ইত্যাদি। মানুষ নিশ্চয় বন্য হিংস্র পশুদের নিতে যাবে না! হাতের কাছে থাকলে বড়জোর একজোড়া হরিণ নিতে পারে। সেই সময় মধ্যপ্রাচ্যে গৃহপালিত পশু-পাখির সংখ্যা হয়তো আরো কম ছিলো। এই কয়েকটা পশু-পাখি থেকে এক জোড়া করে একটি বড় জাহাজে নেওয়া যাবে না কেন?

এরকম একটা ঘটনা পড়ে গাঁজাখোরী তো দূরে থাক নিদেনপক্ষে সিগারেটখোরীও বলা যেতে পারে কি! বরঞ্চ যারা স্রেফ কান কথার উপর ভিত্তি করে এমন মন্তব্য করে থাকে তাদের প্রতি করুণা-ই হওয়ার কথা! মানুষ আসলে বাইবেলের কাহিনী দিয়ে কোরানের সমালোচনা করে, যেটা একদম-ই ইল্লজিক্যাল।

কেহ কেহ আবার বলে, *"নূহের মহাপ্লাবনের বর্ণনা বাইবেলে বিস্তারিত আছে, কিন্তু কোরানে সংক্ষিপ্তাকারে আছে। আর এ জন্যই...!"*

এখানেই তো কথা! কোরানে 'সংক্ষিপ্তাকারে' আছে বলে বাইবেলের 'বিস্তারিত গাঁজাখোরী(?)' বর্ণনা কোরানের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে কোরানের বর্ণনাকেও গাঁজাখোরী বানানো বেশী লজিক্যাল, নাকি কোরানের সংক্ষিপ্ত অথচ স্বাভাবিক বর্ণনাকে স্ট্যান্ডার্ড ধরে বাইবেলের 'অতিরিক্ত' বর্ণনাকে গাঁজাখোরী বানানো বেশী লজিক্যাল? আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না, ধর্মগ্রন্থের সমালোচনার ক্ষেত্রে মানুষের র‍্যাশনালিটি এতোটা লোপ পায় কেন!

স্বাভাবিকভাবেই একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন চলে আসে। বাইবেলে বর্ণিত 'বিস্তারিত কিন্তু অবৈজ্ঞানিক' ঘটনা কিভাবে 'কাট্-ছাঁট্' করে কপি করে একটি স্বাভাবিক ঘটনা (*At least, NOT impossible*) বানিয়ে দেওয়া হলো? *লোকজন শুধু 'বাইবেল থেকে কোরান কপি করা হয়েছে' বলেই কেটে পড়ে! কেহই লজিক্যাল কোন ব্যাখ্যা নিয়ে এগিয়ে আসেনা!*

(২০) What was man created from; blood, clay, dust, sperm or nothing?

1. "Created man, out of a (mere) clot of congealed blood," (96:2).

2. We created man from sounding clay, from mud molded into shape, (15:26).

3. "The similitude of Jesus before Allah is as that of Adam; He created him from dust, then said to him: "Be". And he was," (3:59).

4. "But does not man call to mind that We created him before out of nothing?" (19:67, 52:35).

5. "He has created man from a sperm-drop; and behold this same (man) becomes an open disputer! (16:4).

সম্ভাব্য উত্তর (*Collection*):

Human being was created from earthly materials and water according to a divinely guided evolution.

The criticism presented above is a classic example of EITHER-OR fallacy, or the product of a frozen mind that does not consider or perceive time and evolution as reality. If he uses the same standard, the critic of these verses will find contradiction in almost every book. If he looks into biology books, he will similarly get confused. In one page he will learn that he is made of atoms, in other made of cells, of DNA, sperm, egg, embryo, earthly materials, etc. He would express his disbelief and confusion with a similar question. A careful and educated reading of the Quran will reveal the following facts about creation:

1. There were times when man did not exist. Billion years after the creation of the universe humans were created. In other words, we were nothing before we were created:

"Did the human being forget that we created him already, and he was nothing?" (19:67).

2. Humans were created according to a divinely guided evolution:

"Have they not seen how GOD initiates the creation, and then repeats it? This is easy for GOD to do. Say, 'Roam the earth and find out the origin of life.' For GOD will thus initiate the creation in the Hereafter. GOD is Omnipotent." (29:19-20).

"He is the One who created you in stages. Do you not realize that GOD created seven universes in layers? He designed the moon therein to be a light, and placed the sun to be a lamp And GOD germinated you from the earth like plants." (71:14-17).

3. Creation of man started from clay:

"We created the human being from aged mud, like the potter's clay." (15:26).

Our Creator started the biological evolution of microscopic organisms within the layers of clay. Donald E. Ingber, professor at Harvard University, in an article titled "The Architecture of Life" published as the cover story of Scientific American stated the following:

"Researchers now think biological evolution began in layers of clay, rather than in the primordial sea. Interestingly, clay is itself a porous network of atoms arranged geodesically within octahedral and tetrahedral forms. But because these octahedra and tetrahedra are not closely packed, they retain the ability to move and slide relative to one another. This flexibility apparently allows clay to catalyze many chemical reactions, including ones that may have produced the first molecular building blocks of organic life."

Humans are the most advanced fruits of organic life started millions years ago from the layers of clay.

4. Human being is made of water:

"Do the unbelievers not realize that the heaven and the earth used to be one solid mass that we exploded into existence? And from water we made all living things. Would they believe?" (21:30).

The verse above not only emphasizes the importance of water as an essential ingredient for organic life, it also clearly refers to the beginning of the universe, what we now call the Big-Bang. The Quran's information regarding cosmology is centuries ahead of its time. For instance, verse 51:47 informs us that the universe is continuously expanding. "We constructed the sky with our hands, and we will continue to expand it." Furthermore, the Quran informs us that the universe will collapse back to its origin, confirming the closed universe model: "On that day, we will fold the heaven, like the folding of a book. Just as we initiated the first creation, we will repeat it. This is our promise; we will certainly carry it out." (21:104).

"And GOD created every living creature from water. Some of them walk on their bellies, some walk on two legs, and some walk on four. GOD creates whatever He wills. GOD is Omnipotent." (24:45).

Walking on two legs is a crucial point in evolution of humanoids. Walking on two feet may initially appear to be insignificant in evolutionary process; many scientists believe that walking on two feet had significant contribution in human evolution by enabling the Homo Erectus to use tools and gain consciousness, thereby leading to Homo Sapiens.

5. Human being is made of dust, or earth, that contains essential elements for life:

"The example of Jesus, as far as GOD is concerned, is the same as that of Adam; He created him from dust, then said to him, "Be," and he was." (3:59).

6. Human being is the product of long-term evolution and when human sperm and egg, which consist of water and earthly elements, meet each other in right condition, they evolve to embryo, fetus, and finally, after 266 days to a human being:

"Was he not a drop of ejected semen?" (75:37).

"He created the human from a tiny drop, and then he turns into an ardent opponent." (16:4).

"He created man from an embryo." (96:2).

"O people, if you have any doubt about resurrection, (remember that) we created you from dust, and subsequently from a tiny drop, which turns into a hanging (embryo), then it becomes a fetus that is given life or deemed lifeless. We thus clarify things for you. We settle in the wombs whatever we will for a predetermined period. We then bring you out as infants, then you reach maturity. While some of you die young, others live to the worst age, only to find out that no more knowledge can be attained beyond a certain limit. Also, you look at a land that is dead, then as soon as we shower it with water, it vibrates with life and grows all kinds of beautiful plants." (22:5).

As you noticed we do not translate the Arabic word "Alaq" as clot; since neither in interspecies evolution nor intraspecies evolution, there is no a stage where human is clot. This is a traditional mistranslation of the word, and the error was first noticed by medical doctor Maurice Bucaille. Any decent Arabic dictionary will give you three definitions for the word Alaq: (1) clot; (2) hanging thing; (3) leach. Early commentators of the Quran, lacking the knowledge of embryology, justifiably picked the "clot" as the meaning of the word. However, the author of the Quran, by this multiple-meaning word was referring to embryo, which hangs to the wall of uterus and nourishes itself like a leach. In modern times, we do not have excuse for picking the wrong meaning. This is one of the many examples of the Quran's language in verses related to science and mathematics: while its words provide a kind of understanding to former generations, its real meaning shines with knowledge of God's creation and natural laws.